অধিকার গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে এশিয়ান ফেডারেশন এগেইন্সট এনফোর্সড ডিজএপিয়ারেন্সেস (AFAD)-এর সহযোগিতায় গুমের ভিক্টিম ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের দুই উপদেষ্টার সঙ্গে একটি লবি মিটিং আয়োজন করে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) মিলনায়তনে মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নির্বাচনের কয়েক দিন আগে অনুষ্ঠিত এ সভা থেকে বর্তমান ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়া হয় এবং ভিক্টিম ও তাঁদের পরিবারদের সহায়তার লক্ষ্যে আলোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সাবেক গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সদস্য সাজ্জাদ হুসেইন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর উদয় তাসমির। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অনলাইনে মিটিংয়ে যুক্ত হন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধিকার-এর

অ্যাডভোকেসি পরিচালক তাসকিন ফাহমিনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধিকার-এর পরিচালক (এডমিন) এস এম নাসিরউদ্দিন এলান।

মূল প্রবন্ধে অধিকার সরকারের প্রতি ৭টি সুপারিশ তুলে ধরে। এগুলো হলো: গুমে নিখোঁজদের পরিণতি প্রকাশ; পরিবারকে ব্যাংক হিসাব ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদান; ফেরত আসা ভিক্টিমদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার; জড়িত ব্যক্তিদের এবং আলামত নষ্টকারী বা পালাতে সহায়তাকারীদের বিচার; ভিক্টিমদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন; সহায়তার জন্য বিশেষ কমিশন গঠন; এবং অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহার।

হাসিনা সরকারের আমলে গুমের ভিক্টিম সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব মারুফ জামান, দুইবার গুমের শিকার ল্যাফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান, গুম ভিক্টিম ইকবাল চৌধুরী এবং গুম করে ভারতে নিয়ে যাওয়া ও পরে ফেরত দেয়া ভিক্টিম রহমতউল্লাহ তাঁদের বক্তব্যে গুমের সুষ্ঠু বিচার, ক্ষতিপূরণ এবং এখনো বলবৎ থাকা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। তাঁরা কমিশন গঠন করে মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানান। নির্বাচনের পর নতুন সরকার যেন গুমের বিচার কার্যক্রম চালিয়ে যায়, সে বিষয়ে তাঁরা জোর দেন।

প্রসিকিউটর উদয় তাসমির বলেন, গুমের তদন্ত সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ। আদালতে উপস্থাপনযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, কারণ গুম খুবই পদ্ধতিগতভাবে ও গোপনে সংঘটিত হতো। অভিযুক্তরা মিথ্যা বলে এবং সহজে তথ্য দেয় না।

গুম সক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সাবেক সদস্য হুসেইন বলেন, সংঘটিত গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা, গুমের শিকার ব্যক্তিদের সনাক্ত ও সন্ধান করা, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা; সম্ভব হলে ভুক্তভোগীদের অবস্থান সম্পর্কে পরিবারকে অবহিত করা, দায়ী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা, সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করা এবং এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়ার দায়িত্ব কমিশনকে দেওয়া হয়েছিল।তিনি উল্লেখ করেন যে, জোরপূর্বক গুম বিষয়ক তদন্ত কমিশন বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নির্বাচিত সরকার গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে আইনে পরিণত না হলে কার্যকারিতা হারাবে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা সবার দায়িত্ব।

গুমের পর আর ফিরে না আসা ভিক্টিমদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন বাতেনের স্ত্রী নাসরিন জাহান স্মৃতি, ফিরোজ খানের স্ত্রী আমেনা আখতার বৃষ্টি এবং মো হাবিবুর রহমান হাওলাদারের মেয়ে জেসমিন বেগম বক্তব্য রাখেন। তাঁরা অনলাইনে যুক্ত আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের কাছে তাঁদের প্রিয়জনদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জানতে চান এবং তীব্র অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপে থাকার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা প্রিয়জনদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 'সনদ' পেতে দেরির কারণ জানতে চান। পাশাপাশি গুমের বিচার বিলম্বিত হওয়ার কারণ সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলেন।

এ সময় আইন উপদেষ্টা জানান, নতুন যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হতে চলেছে এবং সে কমিশন গুমের ভিক্টিম ও তাঁদের পরিবারদের সহায়তা করবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, গুমের বিচার এগিয়ে নেওয়া কঠিন হলেও আশার বিষয়—বাংলাদেশে এ বিচার কার্যক্রম চলছে। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র বাংলাদেশেই এ বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।গুমের বিচারের লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে।